যায়যায়দিন

26 OCT 2007

প্রাইমারি ক্লাসের সংশোধিত বই আসছে আগামী শিক্ষা বর্ষে

স্বাধীয়া খান

বিভিন্ন সরকারের আমলে নানা কারণে প্রাইমারি স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হয়েছে। আগামী শিক্ষা বর্ষের বইতে ইতিহাসের এসব বিষয় সংশোধন করে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু ও জাতির জনক আর জিয়াউর রহমানকে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জানুয়ারির প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে এসব বই পৌঁছে যাবে। শিক্ষার্থীরা এসব বইয়ের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে। স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক বিতর্কের জন্ম হয়েছে। ২০০২ সালের সংশোধনীতে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বলা হয়েছে। কিন্তু হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'- এ বলা আছে পাকিস্তানি বাহিনী সেই রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগে মধ্য রাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এ ঘোষণা প্রচারিত হয়। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় মেজর জিয়াউর রহমান একই বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

এনসিটিবি সূত্র জানায়, সংশোধিত বইতে বঙ্গবন্ধুকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষক ও জাতির জনক এবং জিয়াউর রহমানকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উল্লেখ

পৃ২ ›› ক৪

সংশোধিত বইয়ে যা আছে

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক
- ২৭ মার্চ মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর নামে আবার স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন
- রাজাকার, আল বদর, আল শামস ও দালালরা '৭১-এ হত্যাযজ্ঞ ঘটায়

প্রাইমারি ক্লাসের সংশোধত বই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করা হয়েছে। গত ১৫ বছরে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তিনবার নতুন করে লেখা হয়েছে। এর মধ্যে বিএনপি সরকার আমলে একবার, আওয়ামী লীগের আমলে আরেকবার ও সর্বশেষ পরিবর্তন করা হয়েছে জোট সরকারের আমলে। ২০০২ সালে সর্বশেষ পরিবর্তিত বই নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। শিক্ষাবিদদের মতে; এটা ছিল অনেকটাই একপেশে। ওই বইতে শেখ মুজিবুর রহমানকে কোথাও বঙ্গবন্ধু ও জাতির জনক বলা হয়নি। কিন্তু এবারের সংশোধনীতে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু এবং জাতির জনক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা; তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সমাজ বইয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের আগে বঙ্গবন্ধু লেখা হয়েছে। এসব বইয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক আর জিয়াউর রহমানকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষক বলা হয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা বইতে 'বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর' ও পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের 'মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী' প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল তা উল্লেখ করা হয়। চতুর্থ শ্রেণীর সমাজ বইয়ের দশম অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথিকৃৎ প্রবন্ধের শেখ মুজিবুর রহমান উপ-শিরোনামের লেখায় বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এ প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণও সংযুক্ত করা হয়েছে। এখানে সংশোধিত আরো তথ্য হলো, ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর আক্রমণ চালায়। সে রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে মধ্য রাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সে রাতেই এ ঘোষণা চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পাঠ করা হয়। সংশোধনীতে বঙ্গবন্ধুকে প্রেসিডেন্ট করে, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার গঠন এবং বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান জেলে থাকলেও তারই নামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশোধনীতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সম্পর্কে বইতে বলা হয়েছে, '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট চক্রান্তকারী কতিপয় সৈনিকের হাতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন'।

জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাকারী

সংশোধিত বইতে জিয়াউর রহমানকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণীর সমাজ বইয়ে একই অধ্যায়ের জিয়াউর রহমান উপ-শিরোনামের লেখাটি আবার লেখা হয়েছে। এখানে বাদ দেয়া হয়েছে 'বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার ইতিহাসে মেজর জিয়াউর রহমান এক কিংবদন্তী, তার ঘোষণায় বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইত্যাদি' প্রসঙ্গ।

এ অংশটি সংশোধিত করে বর্তমান প্রকাশিত বইতে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর আক্রমণ চালায়। তারা হাজার হাজার বাঙালিকে হত্যা করে। এ রাতেই সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার বাসা থেকে গ্রেফতার করে। বন্দি হওয়ার আগে ২৫ মার্চ মধ্য রাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সে রাতেই মেজর জিয়াউর রহমান পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জানজুয়াকে গ্রেফতার করেন। তিনি ব্যাটালিয়নের সব বাঙালি অফিসার ও জওয়ানদের একত্রিত করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। আগের বইতে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাটের বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান নিজেকে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও মুক্তিবাহিনীর প্রধান রূপে ঘোষণা করে দেশবাসীর উদ্দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা দেন এবং সবাইকে যুদ্ধে যোগ দেয়ার আহ্বান জানান। এ অংশটি পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে, ২৭ মার্চ মেজর জিয়া চট্টগ্রামের কালুর ঘাটের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

সংযোজিত ও সংশোধিত আরো বিষয়

কেবল বঙ্গবন্ধুর বিষয়ই নয়, এবারের সংশোধনীতে আরো অনেক বিষয় সংযুক্ত হয়েছে। যেমন, পঞ্চম শ্রেণীর সমাজ বইয়ের আমাদের মুক্তিযুদ্ধ প্রবন্ধের একটি লাইনে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর নির্দেশনা ও মদদে রাজাকার, আল বদর, আল শামসসহ এ দেশি এক শ্রেণীর দালাল এ হত্যাযজ্ঞ ঘটায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আগের বইতে রাজাকার, আল বদর, আল শামস শব্দগুলো ছিল না। প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইতে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের জন্ম সাল ভুলে ১৯৪২ লেখা হলেও বর্তমান সংশোধনীতে সঠিক জন্ম সাল ১৯৪১ লেখা হয়েছে। বর্তমান বইতে জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো গানের রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরীর নামও। এসব ছাড়াও আরো বেশ কিছু বিষয় প্রাইমারির প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বইতে সংশোধন, সংযোজন করা হয়েছে।